দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 12 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম 6

জাতীয় ছাত্র পরিষদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা প্রয়োজন

॥ নাঈমুল ইসলাম খান ॥

জাতীয় ছাত্র পরিষদের কার্যক্রম আশানুরূপ নয় বলে সাধারণ ছাত্রদের অনেকে মনে করছেন। প্রেসিডেন্ট এইচ, এম, এরশাদের আদেশে ১৯৮৪ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় ছাত্র পরিষদ গঠিত হয়। এর পর থেকে দিনে দিনে সংস্থাটির কার্যক্রম যে হারে প্রবৃদ্ধি ঘটবে বলে আশা করা হয়েছিল বাস্তবক্ষেত্রে তার বিপরীতটাই ঘটবে বলে ছাত্রা মনে করছেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি বিভাগ থেকে বি, এ, অনার্স কোর্সে ১ম শ্রেণী এবং এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় মেধা তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকারীদের চ্যান্সেলর এওয়ার্ড দেয়ার কথা। ১৯৮৪-৮৫ সনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করেন। গত ১৯৮৫-৮৬ সনে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়নি। ১৯৮৬ সনে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, অনার্স শ্রেণীর ফলাফল এবং এস, এস, সি,

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 AUG 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

জাতীয় ছাত্র পরিষদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলেও, চ্যান্সেলর পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত নয়। অভিজ্ঞমহলের মতে জাতীয় ভিত্তিতে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এ ধরনের সমাবেশ এবং স্বীকৃতি খুবই জরুরী। তাদের মতে, এ ধরনের সম্মেলন পারস্পরিক পরিচয়, সুসম্পর্ক এবং ভবিষ্যত কর্মের প্রেরণা সৃষ্টি করে।

১৯৭৯ সনে কুমিল্লায় জাতীয় ভিত্তিতে এ ধরনের প্রথম কৃতি ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জতীয় ছাত্র পরিষদের এ কর্মসূচী অব্যাহত থাকা দরকার বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। অনেকে চ্যান্সেলর এওয়ার্ড-এর আওতায় সকল শ্রেণীর শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স পরীক্ষার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদেরও অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন।

জাতীয় ছাত্র পরিষদের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হচ্ছে ছাত্র ব্রিগেড। গ্রাম ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ১ মাস অংশগ্রহণের বিনিময়ে ছাত্রদের মাথাপিছু ৮শ' টাকা দেয়া হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ব্রিগেডের জন্যে ব্যয় হয়েছে ২০ লাখ টাকা।

এছাড়া আরও প্রায় ৮শ' ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে খণ্ডকালীন চাকরির ব্যবস্থা করা হয়।

ব্রিগেডে মনোনয়ন এবং অন্যান্য বিষয়ে কিছু অভিযোগও পাওয়া গেছে। মনোনয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের নির্বাচনের চেয়ে ভিন্ন মহলের প্রভাব বেশি কাজ করেছে বলে অনেকের ধারণা। এর ফলে, জাতীয় ছাত্র পরিষদের নিরপেক্ষ ভূমিকা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয় বলেও তারা মনে করেন। জানা গেছে, ব্রিগেডের কাজে অংশ না নিয়ে, ভুয়া দল দেখিয়ে টাকা উঠিয়ে নেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, প্রভাবশালী কতিপয় কর্মী এ ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছেন।

জাতীয় ছাত্র পরিষদের নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে 'শিক্ষাঙ্গন' নামের পত্রিকাটি অন্যতম, শিক্ষাঙ্গন এতদিন নির্দলীয় স্বরূপ রক্ষা করলেও একটি মহল থেকে দলীয় প্রভাবে নেয়ার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৯৮৬-৮৭ সালের জন্যে পরিষদের বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে ৫১ লাখ ৭০ হাজার টাকার। এর মধ্যে ছাত্র ব্রিগেডের জন্যে ২০ লাখ, শিক্ষাঙ্গন প্রকাশনা বাবদ সাড়ে ৭ লাখ, চ্যান্সেলর পুরস্কারের জন্যে ২০ লাখ, অফিসার, কর্মচারীর বেতন এবং আনুষঙ্গিক খাতের এবং অন্যান্য খাতে সাড়ে ৪ লাখ টাকা। একটি সূত্র মতে, ১৯৮৫-৮৬ সালের সংশোধিত ৪৯ লাখ টাকার মধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং কার্যক্রম বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রায় ২০ লাখ টাকা অব্যবহৃত রয়ে গেছে। ১৯৮৪-৮৫ বছরে অব্যবহৃত ছিল প্রায় ৭ লাখ টাকা। পরিষদে বিরাজমান ঢিমে-তেতালা ভাব কাটানোর জন্যে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক বলে অনেকে মত দিয়েছেন।

চ্যান্সেলর ...